যায়যায়দিন
তারিখ ... SEP 10 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

শিক্ষাঙ্গনের নীরব ব্যাধি

হোসেন আল মামুন

?.
?বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ?খিতভাবে 'সেশন জট' এখন এক ?মিত অনুষঙ্গ। এটি একটি ?তিবাচক উপসর্গও বটে। এর ?রিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের ?প্তিও বেশ বড়। দরিদ্র এ দেশের ?হভাগ দরিদ্র পিতা-মাতার হতভাগ্য ?ানদের জন্য এটা অভিশাপই বটে!

?রণত বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ধর্মান্ধতা, ?ংস্কার, অশিক্ষা, অধিক জনসংখ্যা ?্যাদি নেতিবাচক বিষয়কে এ দেশ ও ?তির জন্য অভিশাপ হিসেবে ?বেচনা করা হয়। তবে সেশনজট এ ?লিকাকে আরেকটু বড় করেছে ?ত্যাশিত এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে। ?শের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ?ড় লক্ষাধিক মেধাবী শিক্ষার্থী এক ?কে তিন বছরের ভয়াবহ ?শনজটের কবলে পড়ে চরমভাবে ?াশাগ্রস্ত। অভিভাবকরাও চিন্তিত, ?ক্ত এবং ক্ষুব্ধ। নীরব এই ব্যাধি ?াঙ্গনগুলোকে অক্টোপাসের মতো ?ধে ফেলেছে আষ্টেপৃষ্ঠে।

?.

?ত ১৯৮০-র দশকে দেশের পুরনো ?শ্ববিদ্যালয়গুলো সহিংস ছাত্র ?জনীতির কবলে পড়ে সেশনজটের ?কার হয়। সেই থেকে এর নিয়মিত ?রা। ১৯৯০-এর দশকে সেশনজটের ?ী রূপ পরিলক্ষিত হয়। এ দশকে ?ু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো (খুলনা, ?হজালাল) প্রথম তিন/চার বছর ?শন জটমুক্ত থাকলেও এখন সে ?হারা নেই।

আশির দশকে দু-তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাজশাহী, কৃষি) চার বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করতে আট-নয় বছর সময় লাগার নজির স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে সেটি ছয়-সাত বছরে দাঁড়িয়েছে। তবে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেগোনা ২-১টি বিভাগ ব্যতিক্রম হিসেবে কমবেশি সেশন জটমুক্ত থেকে মাঝে মধ্যে কিছুটা আলো ছড়িয়ে থাকে।

তিন.

সেশন জটের নেপথ্য কারণ হিসেবে সর্বাগ্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিবেশ তথা অনির্ধারিতভাবে দু-তিন মাসের কিংবা তারও বেশি সময়ের বন্ধগুলোকে দায়ী মনে হলেও এর সঙ্গে আরো বেশ কিছু জোরালো কারণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইচএসসির ফল প্রকাশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের জীবনে ছয় মাস থেকে বছরখানেকের সেশন জট যুক্ত হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে নানা ঘটনায় বন্ধ-খোলার দোলাচল, দখলবাজি, টেন্ডারবাজি, ছাত্রী উত্যক্ত ইত্যাদি নিয়ে বন্দুকযুদ্ধের মতো ভয়াবহ সংঘর্ষে প্রাণহানি অতঃপর

দেশের বাস্তবতায় ১৮-২০ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু করা ছাত্রছাত্রীরা সেশন জটের কারণে চাকরির বয়সসীমার দু-এক বছর আগে হাতে সার্টিফিকেট পেয়ে চাকরির দুর্মূল্যের বাজারে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার দেখছে। অনেকের চাকরির বয়সও যাচ্ছে পেরিয়ে। বাড়ছে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা।

অনির্দিষ্টকালের বন্ধ, পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা, যথাসময়ে কোর্স শেষ না হওয়া, প্রায়ই পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন, শিক্ষকদের দলাদলি, কোন্দল, ব্যক্তিগত পর্যায়ের রেষারেষিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের ফলাফল আটকে রাখা ইত্যাদি।

এছাড়া যথাযথ স্বায়ত্তশাসনের অভাব এবং একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নতজানু প্রশাসন কর্তৃক সরকার ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি ইত্যাদি বিষয় ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করে থাকে। আন্দোলনের ইস্যু হয়। সেশন জটের কারণের সঙ্গে হালে আরেকটি নতুন 'অপসংস্কৃতি' যোগ হয়েছে। তা হলো 'ভিসি অপসারণ' আন্দোলন। এর কারণে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় দু-তিন মাস বা তারও বেশি বন্ধ থাকা যেন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

বলতে গেলে, সেশন জটের পেছনে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক কিংবা ভাইস-চ্যান্সেলর কারো ভূমিকাই কম নয়। বুঝে বা না বুঝে ছোট্ট ইস্যুতে ছাত্ররা যেমন প্রায়ই ক্ষতিকারী আন্দোলন জমাচ্ছে, তেমনি একশ্রেণীর শিক্ষক ছাত্রদের ব্যবহার বা জিম্মি করে নিজেদের স্বার্থ বা দাবি আদায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। আবার ভিসি পদে আসীন হতে সিনিয়র শিক্ষকদের একটা অংশ দৌড়াচ্ছে বিভিন্ন ভবনের দিকে। লবিং-গ্রুপিং, অন্যকে ল্যাং মারার রাজনীতিতে ব্যস্ত সময়ের ক্লাস-পরীক্ষা নেয়ার ফুরসত নেই তাদের।

চার.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও শেষোক্ত পক্ষটি সেশন জটের জন্য কোনোভাবেই জড়িত না হয়েও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দরিদ্র পিতা-মাতারা সন্তানের সোনালি ভবিষ্যতের আশায় ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ব্যয়সহ বিপুল আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করতে কিভাবে হিমশিম খাচ্ছেন, নিঃস্ব হচ্ছেন, কারো বা ধুকে ধুকে জীবন প্রদীপও যাচ্ছে নিভে। এসব খবরের অনেকটা হয়তো পত্রিকায় উঠে আসছে না।

শিক্ষার্থীদের ক্ষতির কথা বলাই বাহুল্য। দেশের বাস্তবতায় ১৮-২০ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু করা ছাত্রছাত্রীরা সেশন জটের কারণে চাকরির বয়সসীমার দু-এক বছর আগে হাতে সার্টিফিকেট পেয়ে চাকরির দুর্মূল্যের বাজারে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার দেখছে। অনেকের চাকরির বয়সও যাচ্ছে পেরিয়ে। বাড়ছে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা। সেশন জটের কারণে আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষকদের কম ক্ষতিগ্রস্ত মনে হলেও পারিপার্শ্বিকতায় তারাও ভালো নেই। ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকরা তো শিক্ষকদেরই আপন বা নিকটজন।

পাচ.

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান সেশন জট প্রকৃত অর্থেই এখন এক নীরব ব্যাধি। এর থেকে আশু মুক্তি প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন এর অপরিহার্য প্রতিকার, প্রতিরোধ।

সেশন জটের জন্য যেমন কোনো নির্দিষ্ট পক্ষ দায়ী নয়, তেমনি এর সমাধানেও প্রয়োজন সম্মিলিত, স্বার্থহীন, কার্যকর আন্তরিক ইতিবাচক প্রচেষ্টা। আরো প্রয়োজন সেশনজটের নেপথ্যের কারণগুলোর মৃত্যু ঘটানো। দেশে এখন এক দফার আন্দোলনের অভাব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেশন জটের অভিশাপমুক্ত করতে এক দফার তীব্র আন্দোলন এখন তাই সময়ের অপরিহার্য দাবি।

লেখক : লেকচারার, ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
almamun-eng@sust.edu

সংশোধন